দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 3 1 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শৃংখলা পরিষদের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট গতকাল (সোমবার) এক জরুরী সভায় ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃদ্রঃ)

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের

(১ম পৃঃ পর)

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় রবিবারের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পরিষদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ক্যাম্পাসের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া বলা হয়, 'একদিকে যখন সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে ক্যাম্পাসে অস্ত্র উদ্ধার এবং অস্ত্রধারী ও বহিরাগতদের গ্রেফতারের দাবী উঠিয়াছে অন্যদিকে তখন অস্ত্র উদ্ধার বা অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের তৎপরতার বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া হইতেছে। যাহা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জহুরুল হক হলের প্রভোস্টকে নাজেহাল, তাহার বাসগৃহ তছনছ; টেলিফোন লাইন কাটিয়া দেওয়া, ভিসির বাসভবন লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়া, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব তছনছের ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করা হয়। ক্যাম্পাসকে বহিরাগত ও অস্ত্রধারীদের কবল হইতে মুক্ত রাখার জন্য ছাত্র, শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

গতকাল সিণ্ডিকেটের এই সভায় ক্যাম্পাসকে স্থায়ীভাবে অস্ত্র-মুক্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিণ্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক সমিতি, ডীন, প্রভোষ্ট, প্রক্টর এবং সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঈদের ছুটি শেষে এই সভা হইবে।

গতকালের ক্যাম্পাস

গতকাল (সোমবার) ক্যাম্পাস পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত ছিল। একটি সূত্র জানায়, সাধারণ ছাত্রদের অধিকাংশ ঈদের ছুটিতে হল ছাড়িলেও বহিরাগতদের আনাগোনা পূর্ববৎ রহিয়াছে। অনেকে বিভিন্ন হলের কক্ষে আবাসিক ছাত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

বিবৃতি : ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার নিজ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের লালন করিয়া সন্ত্রাস দমনের যে উদ্যোগ নিয়াছে তাহা উদ্দেশ্যপূর্ণ। ছাত্রলীগও (আ-অ) রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা না করিয়া ভিসির বাসভবন, শিক্ষকদের ক্লাব, প্রভোষ্টের বাসভবনে হামলা ও ভাংচুরের মাধ্যমে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মানিয়া নেওয়া যায় না। বিবৃতিতে সন্ত্রাসীদের কোন দলে আশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানান হয়।